



মৌলি আজাদ

মাধবী

আজ বাসায় কখন ফিরবে-মাধবী বলে। মাধবীর স্বামী শফিক গলায় টাই বাঁধতে ব্যস্ত। মাধবী ধীরে আবারো বলে: কি বলছো না কেন?

এত বলার কি আছে- যে সময় প্রতিদিন অফিস থেকে ফিরি- তখনই ফিরবো। শফিকের কণ্ঠ ভরা যেন বিরক্তি।

তোমার কোন বাজার লাগলে বলতে পারো?



গল্প

স্বামীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে মাধবী। কেন বাজার সদাই ছাড়া কি আমার আর কোন কথা থাকতে পারে না?

উফ। সকাল সকাল কি শুরু করলে তুমি? অফিসে যাবো এখন। অফিসে হাজারটা কাজের চিন্তা মাথায় ঘুরছে। সেখানে আগবাড়িয়ে অযথা অপ্রয়োজনীয় কথা বলার চেষ্টা করছ কেন তুমি?

মাধবী গলা চড়ায় না। ঠান্ডা গলায় বলে- আমার একেকটা দিন প্রাণ পাবার জন্য সকালে

তোমার সাথে কিছু অযথা-অপ্রয়োজনীয় মাথামুতুহীন- অর্থহীন কথা বলতে খুব ইচ্ছা হয় গো!

মাধবীর এসব লুতুপুতু কথা শুনেও শফিকের চোখে মুখে কোন আবেগ দেখা যায় না। তার গলায় স্বরেও নেই আর্দ্রতা। চোখ দেখে শুধু মনে হয় তাকানোর জন্যই বোধহয় মাধবীর দিকে তাকায় সে। মাধবীর কথাগুলো তার মনে খুব একটা গাঁথেনি।

বরঞ্চ শফিক বলে- সকাল সকাল এসব নখরামি বাদ দিয়ে ঘরের কাজে মন দাও।

শফিকের একথার কোন উত্তর দেয় না মাধবী। একপাশে দাঁড়িয়ে শাড়ির আঁচলে নখ খুঁতে কেবল।

শফিকও চায়না মাধবী আর কথা বাড়াক। তাই অফিসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পরে সে।

শফিক চলে গেলো অফিসে। ছেলেও সকালে স্কুলে গেছে। গরমের এই দুপুরটায় মাধবী বাসায় সম্পূর্ণ একা। এ সময়টা তার খারাপও লাগে না আবার ভালোও নয়। প্রতিদিন এ সময়টা কাটানোর জন্য বেশকিছু উপায় মাধবী নিজেই অবশ্য তৈরি করে নিয়েছে। বাসায় বাকি দুজন মানুষ বেরিয়ে গেলে মাধবী প্রথমেই রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ায়। আজও তাই। রান্নাঘরে গিয়ে চায়ের কেটলিতে পানি চাপিয়ে দিল। একটা কাপ-পিরিচ-চামচ সাজালো। পানি ধীরে ধীরে ফুটছে। একসময় পানি টগবগ করে ওঠে। পানির টগবগ করা দেখে মাধবীর মনে হয় কেটলির পানি যেন ফুটছে না, পানি আসলে উত্তেজিত। কেউ তাকে রগড়াচ্ছে...আর তাই পানির উত্তেজনা ক্রমেই বেড়ে চলছে। কেটলি থেকে চায়ের কাপে পানি ঢালে মাধবী। তার মাথায় আসা অতুত এসব চিন্তার কথা ভাবতে গিয়ে নিজেই হাসে। সামান্য পানি ছলকে পড়ে যায়। নিজের সাথে নিজে হাসতে হাসতেই ঠিক করে আজ চা নয়, খাবে সে কফি। আজকাল সবকিছু ইনস্ট্যান্ট। মুহূর্তেই কফি হয়ে যায়। কফি আর মুঠোফোনটা হাতে নিয়ে বসার ঘরে গিয়ে আরাম করে সোফায় বসে মাধবী।

কফির কাপে চুমুক দেওয়ার পর যেন মাধবীর শরীরটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে। বড্ড গরম পড়েছে এবার। মাধবীর ইচ্ছা হয় শাড়ির আঁচলটা সরিয়ে একপাশে ফেলে রাখতে। পুরো বাড়িতে সে এখন একা। এরকম ইচ্ছায় দোষ কি? কিন্তু শাড়ির আঁচলটা সরাতে গিয়ে কেন যেন তার নিজেরই সংকোচ হয়। অভ্যাসের কারণেই হয়তোবা। কফি খেতে খেতে মাধবী নিজেকে নিয়ে মাতে যেন। একা একা নিজের সাথে কথা বলে সে। নিজের সাথে কথা বলার মুহূর্তটি মাধবীর কাছে সুখের মুহূর্ত বলতে যা বোঝায় তাই। মাধবী ঠোট নাড়িয়ে শব্দহীন ভাবে বলে যায়, আমি মাধবী। সুন্দরী। মধ্যবয়সী। ছাত্রী হিসেবে সুবিধের ছিলাম না কোনকালেই।



মানবিক নিয়ে পড়েছিলাম। উচ্চ-মাধ্যমিকে মানবিকে দ্বিতীয় বিভাগ। উছ! এসব রেজাল্টে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার চিন্তাও তো একরকম বোকাম্বন্ধ, তাই না? পড়া হয়তো যেত কোন কলেজে বা গলির মোড়ের কোন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে! কিন্তু কেন যেন উচ্চ-মাধ্যমিকের পর বই ছুতেই ইচ্ছা করেনি তার। পড়ালেখার যা অবস্থা ছিল তবে কি তার ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভয় লাগেনি? এমনতো নয় যে সে উচ্চবিত্ত পরিবারের সোনার চামচ মুখে দেয়া কোন মেয়ে? তবে? হয়তো তার ফর্সা গায়ের রং-মিষ্টি মুখশ্রী- টানা চোখ- ঘনকালো চুল— ঠোঁটের উপরে ডান দিকে থাকা কালো তিল- ছিপছিপে গড়নের শরীর তাকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয় দেখানো থেকে বিরত রেখেছিল। হয়তো পরিবার-হয়তোবা সমাজই তাকে শিখিয়েছিল আমাদের দেশে এখনও মেয়েদের মগজের চেয়ে রূপের ধার বেশি হলে সে কন্যার আর চিন্তা নেই গো! তরুণী অবস্থায় সে কি নিজেকে নিয়ে এতখানি ভেবেছিল? মনে করতে পারে না সে। তবে এটা ঠিক যে, পরীক্ষার খাতায় ভাল না করলেও বরাবরই তার বোধ খুব তীক্ষ্ণ। কখনই হালকা ধাঁচের কোন বিষয়ে সে আগ্রহ পায়নি। মাধবী দেখেছে তার নানা চিন্তার সাথে নামের আগে লাগানো অনেক ডিগ্রিধারীরও চিন্তা অনেক সময় মিলে গেছে। কিন্তু কেন জানি মাধবী তার নিজের জীবনের হিসাবের অঙ্কে সমাধানে পৌঁছতে পারে না। মাধবী এ নিয়ে আর নিজের সাথে খুব বেশি কথা বলতে চায় না। পড়ালেখা হয়নি- মা-বাবা তাই তাকে পয়সাওয়ালা মধ্যবয়স্ক একজন লোকের সাথে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে, ব্যস। সেই থেকেই যন্ত্রের মত সংসার করে চলছে তো চলছেই। বাজার-সদাই-ব্রা-প্যান্টি-শাড়ি-চুড়ি-আলমারি-কাপের্ট যখন যা সে অর্ডার দিচ্ছে তখনই তার স্বামী জোগান দিয়ে যাচ্ছে। সবাই বলে মাধবী- তোরই কপাল। আর কি চায়, মেয়ে মানুষ, বল তুই। যখন যা চাস তাই পাস। মাধবী শুনে হাসে। মাধবীর মনে হয় তারা যেন স্বামী স্ত্রী নয়- দুজনের সম্পর্কটা দিন দিন যেন চাহিদাপ্রেরক আর জোগানদাতার মত হয়ে উঠছে। হয়তো যৌথ জীবনযাপনে দুজনের সম্পর্ক এ জায়গাতেই এসে মোড় নেয়। মাধবী একা একা হাসে। হঠাৎই মুঠোফোনের বিপবিপ শব্দ শোনা যায়। ওহ হো মুঠোফোনটা এতক্ষণ তবে সাইলেন্ট মুডে ছিল! খেয়ালই করেনি সে। ফোনটা আলগোছে কানে চাপে মাধবী। অপর প্রান্ত থেকে ভেসে আসে : কি হে ম্যাডাম, স্বামী বুঝি এখনও বাড়ি থেকে বের হননি? হুম... সে অনেকক্ষণ হল। তুমি ফোন ধরছো না দেখে আমি তো চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। কেন? চিন্তা কেন? না মানে ভাবছিলাম আমার মাধবী লতাকে জড়িয়ে ধরে তার স্বামী এখনও গুয়ে আছে নাকি? প্রেমিকটা রসিক আছে বটে। রসিক প্রেমিকের কথা শুনে মাধবী খিলখিল করে হাসে। আরে ওর এসব নেই? নেই মানে। এরকম একটা ধবধবে সাদা বউ, যার ব্লাউজের নিচে ফুলে থাকে হালকা গোলাপী মেদ, মোটামোটো দুটো ঠোঁট। এরকম বউ পেলে পুরুষ মাইনমেষের বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা হয় নাকি? ওগুলো তুমিই কও গো। স্বামীর আমার শরীরের প্রতি টান নাই কা। তবে ডার্লিং বুঝি। স্বামী তোমার অসুখে ভুগতাকে। আরে- না রে...জাদু। তার নিজের ইচ্ছা হইলে মিনিটখানেকের মধ্যে কাম সারে। আমার ইচ্ছার তার কাছে দাম নাই কা। তাইলেতো আমার মাধবী সোনাটার জন্য মায়াই লাগতাকে। একখান পরামর্শ দিমু নাকি তোমারে? কি পরামর্শ দিবা, ডাক্তারের কাছে লইয়া যামু তারে আমি? আরে না। ডাক্তার দিয়া এই কেইস ফয়সালা হইব না। জামাইরে তোমার সাদা হাতের কনুই দিয়া জায়গামত এমন একটা ঘা দিবা যাতে তার পৌরুষ জাইগা ওঠে। তার মনে হইতে হইবো বউরে এ দুনিয়ার শইলের সুখ দিতে না পারলে তার আর বাঁচা থাকনের কাম নাই। মাধবী তার মুঠোফোনে প্রেমিকের কথা শুনে হাসে আর হাসে। সে তার নিজের শরীরের জ্বালা মেটানোর জন্য স্বামীরে ঘা দিবে...হা হা হা। একাজ সে কখনই করতে পারবে না-তা সে ভালমতই জানে। তবে তার প্রেমিকের কথাও একেবারে ফেইল্যা দেওনের মতন নয়। তার মনে

কথাগুলো ধরেই।

ওপাশ থেকে প্রেমিক বলে : কি ডার্লিং পারবা, নাকি আমার কাছে আসবা? মাধবী বলে : অসভ্য কোথাকার...পরের বউ আমি, ভুইলো না। যাও এখন।

ওপাশ থেকে প্রেমিক বলে : যাওনের আগে, তা পরের বউরে ফোনে একখান কিস করণ যাইব নাকি?

মোবাইল ফোনরে যত ইচ্ছা কিস খাও, আপত্তি নাই আমার। এখন রাখি। মুঠোফোনে প্রেমিকের সাথে প্রতিদিনই মাধবী কথা বলে। কখনও শুদ্ধ ভাষায় কখনও বা মনের আশ মেটানো ভাষায়। ভাষায় কি বা যায় আসে? মাধবীর মনটাতো ভাল হয়। প্রেমিকের কথায় সবসময়ই একটুআধটু রগরগে- শরীরী কথা থাকেই। কথাগুলো মাধবী এনজয় করে বেশ। মাধবী ভাবে, আচ্ছা তার প্রেমিকেরও তো বউ আছে। ও কি তার বউয়ের সাথেও দুষ্টমিষ্টি এসব কথাগুলো বলে?

কখনও তাকে জিজ্ঞেস করা হয়নিতো? নাকি স্বামী-স্ত্রীর কথা প্রতিদিনকার ঘরের-টুকটুকি, সন্তানের পড়াশোনা, গাড়ির গ্যাসের খরচ আর ব্যাংকের হিসাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে?

কে জানে? হঠাৎই মাধবীর শরীরটা যেন কারো স্পর্শ কামনা করে। ইচ্ছা হয় কেউ যদি তাকে পিছন থেকে জাপটে ধরে আদর করতে করতে তার গুঁড় শরীরটায় আর্দ্রতায় ভরিয়ে দিত। তবে বেশ হতো। মাধবী হাত মুঠো করে। অজান্তেই তার শরীরে কাঁপন আসে। যেন ভেঙ্গে গলে পড়তে চায় সে কারো পেঁপে। নিজের ঠোঁটে নিজের কামড় পড়ে।

হঠাৎই ডোর বেল বেজে ওঠে। মাধবীর ঘোর কাটে যেন। তবে একা একা কি ভাবছিল আর কি করছিল এতক্ষণ সে? নিজেকে নিজেই পাগলী শুধায় সে। ঘামে চুল শরীরে সাথে লেপ্টে গেছে। ঘামানো চুল বাঁধতে বাঁধতে দরজার কাছে আসে সে।

ওমা, আজ তোর স্কুল এত তাড়াতাড়ি শেষ হলো-মাধবী বলে।

তোতন বলে-কি বল মা, কয়টা বাজে তোমার খেয়াল আছে?

মাধবী ঘড়ির কাঁটার দিকে একবার তাকিয়ে জিত কাটে। দুটো বেজে গেছে। তবে এতক্ষণ সে কি করল? সে কি একটা ফ্যান্টাসির মধ্যে ছিল এতক্ষণ? নিজের মাথায় নিজেই একটা চাপড় দেয়। তোতনকে গোসল সারতে বলে নিজে দৌড়ে যায় রান্নাঘরে। চুলায় ভাত চাপায়। ফ্রিজে গরুর মাংস রান্না ছিল বলে রক্ষা। স্নেহ আলুর খোসা ছড়ায় মাধবী।

বাপ-বেটা দুজনেই পোড়া মরিচ আর সরিষার তেলে মাখানো আলু ভর্তা খাওয়ার পান্ডা সমঝদার। খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে মাধবী ভাবে মাঝে মাঝে সে নিজে বড্ড পাগলামি করে। মাঝে মধ্যে সে অবশ্য মোবাইলে টুকটাক কি যেন বলে ওই সব হলুদ ছবিটা দেখে আরকি। নিজের দুই

গালে হাত দিয়ে তওবা করার মত ভঙ্গি করে। ধূর... এসব কি আটপৌটে মাঝবয়সী কোন গৃহিণীকে মানায়! নিজের কাছেই যেন লজ্জা লাগে। বলক ওঠা ভাতের ফেনার দিকে তাকিয়ে নিজের মাথায় একটা ঘাই দেয়।

লোকে জানলে কি ভাবে...মাধবী? শরীরের কামনাকে বাঙালি মহিলাদের যে পাথর চাপা দিয়ে রাখতে হয় সে শিক্ষা কি তবে মাধবী পায়নি? সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যায় তার। কেন তার এমন হয়- নিজেকে শুধায় সে। এ তার দোষ নয়- শরীরের ভেতরে থাকা ইনডোরফেনেরই দোষ-নিজেকে এভাবেই বুঝ দেয় মাধবী।

আলু ভর্তাটা তো বেশ হয়েছে। কি বলিস তোতন-শফিক বলে।

হু-বাবা। একদম ঝাল রসগোল্লা।

তোতনের কথা শুনে বাপ-ছেলে দুজনেই হেসে ওঠে।

আলু ভর্তার আসল টেকনিকটা কি জানিস তোতন?

তোতন বলে- কি বাবা?

সব কিছু দিয়ে আলু দুই হাতে পিষে মাখানোই সব বুঝলি।

মাংসের হাড়ি চিবুতে চিবুতে মাধবী ভাবে...আহ, যদি আলু হতাম। তবে স্বামীর হাতে ইচ্ছেমতন মথিত হতে পারতাম।

ভাবতে ভাবতে একাই ফিক করে হেসে দেয়।

একা একা কারা হাসে জান তো -শফিক বলে।

নিজের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে মাধবী।

ওহ কিছু না। তোমাকে আরেকটু মাংস দেই-মাধবী বলে।

না। শোন তোতনকে ফ্রেঞ্চ শেখাতে একজন ভদ্রলোক এখন থেকে প্রতি শুক্রবার আসবে-বলে শফিক।

হঠাৎ ফ্রেঞ্চ শেখানো কেন —মাধবী বলে?



কেন মানে? বাংলা-ইংরেজির পাশাপাশি আজকাল এক্সট্রা ল্যাংগুয়েজ শেখা খুবই জরুরি। তোমার তো ছেলের ফিউচার নিয়ে কোন চিন্তা নেই। নিজের অভূত জগতে বিচরণ কর কেবল। শফিকের কথা শুনে মাথা নিচু করে থাকে মাধবী। আসলেই তো। একমাত্র ছেলের জ্বলজ্বলে ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য আরো বেশিই তার চিন্তা করার দরকার ছিল। শফিক আসলেই ছেলের দেখভালটা আমার চেয়ে বেশিই করে। একটা আরম্ভটা তাকে গ্রাস করে।

মা, তুমি চুপ কেন?

না। মানে তোমাকে নিয়ে ভাবছিলাম।

তুমি না মা— কখনও হয়ে যাও বড্ড ছেলেমানুষ আর কখনও সো সিরিয়াস। এবার একটু হাসো তো মা তুমি।

ছেলের কথা শুনে আবাবো মুড ফিরে পায় মাধবী।

বিকেলটায় হঠাৎই যে কি হল মাধবীর! মন শুধু সাজতে চাইছে। মাধবী ভাবে-মনের ভেতরে সাজার ইচ্ছা জাগছে-মন্দ কি!

ভাবতে ভাবতেই ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ায় সে। লিপস্টিক ঠাসা ড্রেসিং টেবিল। কোনটা যে ঠোঁটে লাগাবে? লাল নাকি কমলা? নাকি সে শফিককে জিজ্ঞেস করবে? ধূর, ওকে এসব জিজ্ঞেস করা মানেই হল মুডটা অফ করা। অতশত কাউকে জিজ্ঞেসের দরকার নেই বাপু! টকটকে লাল লিপস্টিকটি হাতে তুলে নিয়ে সে ঠোঁটে ঘষে। দুই ঠোঁট চেপে লিপস্টিকের রংটি ঠোঁটে আরো ঠেসে বসায়। মাধবী ভাবে কপালে একটা টিপ দিবে কি সে? না থাক। হঠাৎ ঘরে বিনা কারণে সাজুগুজু করলে শফিক যদি অন্যকিছু ভেবে বসে! স্বামীদের না হয় দশ খুন মারফ, বউদের কি আর সে উপায় আছে? থাক, তারচে বরং চোখে একটু কাজলই দেই। চোখের কোণ পর্যন্ত টেনে কাজল দেয় সে। নিজের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন নায়িকা নায়িকা ঠাণ্ড হই মাধবীর। ঐ যে বলে না লোকে- ঐ নায়িকা না ভীষণ সেক্সি... তেমন আরকি! মাধবীর গাল দুটো লাল হয়ে ওঠে যেন। ড্রেসিং টেবিল থেকে মোবাইলটা হাতে নেয় মাধবী। মাধবী ভাবে নিজের বেশ কয়েকটা সেলফি নিলে মন্দ হয় না। হঠাৎ আয়নায় পড়ে শফিকের ছায়া। উফ দারুণ ব্যাপার। নিজের নয়, আজ সেলফি তুলবে সে শফিকের সাথে। শফিকের সাথে তার বিয়ের ফটোখানা ছাড়া যুগল আর কোন ছবি আছে কিনা মনেই পড়ে না মাধবীর। মাধবী শফিকের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

শফিক বলে- কিছু বলবে?

শফিকের চোখে চোখ রেখে মাধবী বলে- দুজনে একসাথে ক্যামেরায় বন্দি হবো, রাজি তো?

তাড়াতাড়ি তোল... আমি রেস্ট নিবো।

আনন্দ জাগে মাধবীর মনে। স্বামীর শরীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। বেশ কয়েকটি স্ল্যাপও নেয়া হয়ে যায়। শফিকের দিকে তাকিয়ে কিছু বলার জন্য সময় নেয় সে।

শফিক বলে- তোমার ছবি তোলা শেষ হল?

মাধবী হেসে বলে- তুমি এত সেকলে কেনো গো? তুমি কি চারপাশে দেখো না যে, স্বামী-স্ত্রীরা ছবি তোলার সময় কতটা ঘনিষ্ঠ হয়?

এসব ন্যাকামো আমার ভাল লাগে না মাধবী।

বহুদিন পর শফিকের মুখে মাধবী ডাক শুনে নিজের নামটাকে অচেনা মনে হয় যেন।

শফিক ধীরে ধীরে শার্টের বোতাম খুলে। পেছনে মাধবী এসে দাঁড়ায়। আবার কি হল? শফিকের চোখে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দুষ্টিমির হাসি হাসে মাধবী। পিপড়ের মত চিমটি কাটে শফিকের হাতে। লোমশ বৃকে তার সাদা হাতটা রাখে।

এসবের মানে কি?

তুমি কি কিছু বোঝনা শফিক? আমার ইচ্ছাগুলোকে কেন তুমি বুঝতে চাওনা? আমার আজ ভীষণ আদর পেতে ইচ্ছে করছে সোনা। এতক্ষণেও কি তা বোঝনি?

শফিক সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে টিকটিকির বৃকের উপর ভর করে চলা দেখে। মাধবীর হাতটা একপাশে সরিয়ে দেয় শফিক। আমি খুব ক্লান্ত মাধবী। ঘুমাতে যাব। আর তোমার এসব ইচ্ছাগুলোকে আমার পাগলামি মনে হয়। আমাদের দুজনেরই বয়স বাড়ছে। আমাদের ছেলেও বড় হচ্ছে। তুমি তোমার লিবিডোকে লুকোতে শেখো কেমন? যেমনটা আমাদের মা-খালার তাদের শরীরে হঠাৎ দপ করে জেগে ওঠা আগুনে মুহূর্তেই পানি



প্রেমিকের কথায় সবসময়ই একটুআধটু রগরগে- শরীরী কথা থাকেই। কথাগুলো মাধবী এনজয় করে বেশ। মাধবী ভাবে, আচ্ছা তার প্রেমিকেরও তো বউ আছে। ও কি তার বউয়ের সাথেও দুষ্টিমিষ্টি এসব কথাগুলো বলে? কখনও তাকে জিজ্ঞেস করা হয়নিতো? নাকি স্বামী-স্ত্রীর কথা প্রতিদিনকার ঘরের-টুকিটাকি, সন্তানের পড়াশোনা, গাড়ির গ্যাসের খরচ আর ব্যাংকের হিসাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে? কে জানে? হঠাৎই মাধবীর শরীরটা যেন কারো স্পর্শ কামনা করে। ইচ্ছা হয় কেউ যদি তাকে পিছন থেকে জাপটে ধরে আদর করতে করতে তার গুঞ্চ শরীরটায় আর্দ্রতায় ভরিয়ে দিত

ঢেলে দিতো। ধীরে ধীরেই অনেকগুলো কথা বলে শফিক। যেন বহুদিন বাদ মাধবীর জন্য সে অনেক বাক্য খরচ করল।

মাধবী বোধহয় কিছু বলতে চায়। শফিকই তার ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে বলে- না, এ বিষয়ে আর কোন কথা নেই। জানো তো শরীরের চাওয়া-পাওয়া-তৃপ্তি-অতৃপ্তি পুরো নাটাইটি পুরুষের ইচ্ছার হাতে, নারীর হাতে নয়। আর হ্যাঁ, আগামীকাল সকালে আমরা তিনজন কল্পবাজারে যাবি। তাই তোমারও এখন শুয়ে পড়া উচিত।

মাধবী কি বলবে বুঝে উঠতে পারে না। এ মুহূর্তে আসলেই তার কি কিছু বলা উচিত? নাকি নয়। অনুচ্চারিতই থাকে সে বরং। শরীরের চাওয়া - পুরুষের ইচ্ছা আর মা-খালার গভীর গোপন ইচ্ছাকে পানির মত ভাসিয়ে দেওয়া শব্দগুলোই কানে বারবার ধাক্কা দেয়।

সমুদ্রসৈকতে মানুষের ঢল যেন। কেউ হাঁটছে, কেউ শুয়ে বাদাম খাচ্ছে, কেউ বালুতে তার নিজের নাম লেখায় ব্যস্ত। মাধবী বালুতেই বসা। তার স্বামী আর পুত্র পানির সাথে খেলায় মেতে আছে। বাউবনের শরীর জুড়ানো বাতাস এসে মাধবীর চুলগুলোকে উড়িয়ে দেয়। হাত দিয়ে অবাধ্য চুলকে বাধ্য করে মাধবী। সূর্যও ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে যেন দূরে সরে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে মাধবীর মনে হয় সময়টা বোধহয় কাউকে ভালবাসার, তার খুব কাছে আসার জন্যই তৈরি হয়েছে। মাধবী উঠে দাঁড়ায়। শফিকের সাথে পানিতে ভালবাসার খেলায় মেতে ওঠার জন্য সে সমুদ্রের দিকে এগুতো থাকে। কিন্তু হঠাৎ যেন তা পেরে ওঠেনা সে। মনে হয় কেউ তাকে টেনে ধরছে। বালু আর পানি তাকে সামনে এগোতে দিচ্ছে না। কে যেন তাকে বলছে- মাধবী তোমার একটি সন্তান আছে। সে বড় হচ্ছে। তোমার চারপাশ -সমাজ সবকিছু তোমার শরীর আর মনের ইচ্ছাগুলোকে মেনে নিতে আজও অত্যন্ত হয়নি। ইচ্ছাগুলোকে চাপা দিতে শিখো মাধবী। তুমি যে নারী।

কথাগুলো কে বলছে মাধবী জানে না। শুধু ঘন- গাঢ় অপরাধবোধ তাকে গ্রাস করে তোলে।

মাধবীদের জন্য তাহাই বহুকাল ধরে স্থির হয়ে আছে যে। ৯০